বস্তুবাদ বা Realism

Subject: Philosophy (Honours)
Semester/ Year: 4th (Fourth) semester
Paper: CC10 (Epistemology and Metaphysics)

ভূমিকা (Introduction)

জ্ঞানবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্ন হল, জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়কে বলা হয় জ্ঞেয়।) বস্তুর অস্তিত্ব কি জ্ঞাতা-সাপেক্ষ বা মন-সাপেক্ষ না কি জ্ঞাতা (জ্ঞানের কর্তাকে জ্ঞাতা বলা হয়।) অতিরিক্তভাবে বা মন অতিরিক্তভাবে জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র নিজস্ব সত্তা আছে ? এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য দর্শনে যে দুটি প্রধান দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে :--- **১) বস্তুবাদ** ও ২) **ভাববাদ**। এছাড়াও অধ্যাপক Jhon Hospers তাঁর '*An Introduction to Philosophical Analysis'* গ্রন্থে ওই একই প্রশ্নের ভিত্তিতে **'অবভাসবাদ'** নামক তৃতীয় একটি মতবাদের উল্লেখ করেছেন। উক্ত তিনটি মতবাদের মধ্যে এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল বস্তুবাদ। যেহেতু জ্ঞানবিদ্যার একটি গুরত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে 'বস্তুবাদ' নামক মতবাদটির উদ্ভব হয়েছে তাই সংক্ষেপে জ্ঞানের উৎস, স্বরূপ, কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করলে কোন বিষয় জ্ঞান পদবাচ্য হয় ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

জ্ঞানের উৎস

(Origin of Knowledge)

Epistemology বা জ্ঞানবিদ্যা **('Epistemology'** শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'জ্ঞানবিদ্যা'। Epistemology শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে দুটি গ্রীক শব্দ থেকে--- **'Episteme'** ও **'Logia'** থেকে। **'Episteme'** শব্দের অর্থ **'জ্ঞান'** এবং **'Logia'** শব্দের অর্থ **'বিদ্যা'** বা **'বিজ্ঞান'** বা **'গবেষণা'**।)

জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। যেমন জ্ঞানের উৎস কি কি?, যর্থার্থ জ্ঞানের শর্ত গুলি কি কি?, জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ কী?, কীভাবে আমরা জ্ঞান অর্জন করি? তবে এই প্রশ্ন গুলির মধ্যে জ্ঞানের উৎস কি কি? এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে বা জ্ঞানের উৎস প্রসঙ্গে দার্শনিকগণ বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কারও মতে বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, আবার কারও মতে অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, আবার কারও মতে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সম্মিলিত ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, আবার কারও মতে জ্ঞানের উৎস হল স্বজ্ঞা। জ্ঞানের উৎস প্রসঙ্গে উক্ত চারটি মতের উপর ভিত্তি করে চারটি প্রধান মতবাদ গড়ে উঠেছে, যথা---

১. **বুদ্ধিবাদ** বা Rationalism (বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।)

২. **অভিজ্ঞতাবাদ** বা Empiricism (অভিজ্ঞতাই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়।)

৩. **বিচারবাদ** বা Criticism (বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সম্মিলিত ভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।) **এবং**

৪. **স্বজ্ঞাবাদ** বা Intuitionism (জ্ঞানের উৎস হল স্বজ্ঞা বা অন্তর্দৃষ্টি।)

জ্ঞান বা জানা -এর স্বরূপ

(Nature of Knowledge)

'জ্ঞান' বা 'জানা' শব্দটির অর্থ নিরূপন বা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া দার্শনিকদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ কাজ। জ্ঞান বা জানা শব্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখি বা আমরা ব্যবহার করে থাকি। কখনো জ্ঞান শব্দটি আমরা **পরিচিত অর্থে** ব্যবহার করি, যেমন, আমি রামকে চিনি বা জানি; আবার কখনো **দক্ষতা বা সামর্থ্য অর্থে** ব্যবহার করি যেমন, আমি সাঁতার কাটতে জানি; আবার কখনো **বাচনিক অর্থে** ব্যবহার করি, যেমন, আমি জানি যে, 'গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ'টির

রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'- এটি বাচনিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। অধ্যাপক Jhon Hospers- এর মতে, পরিচিত অর্থে ও দক্ষতা বা সামর্থ্য অর্থে জানা বাচনিক জ্ঞান বা জানার উপর কোন-না-কোনভাবে নির্ভরশীল। পরিচিত অর্থে ও দক্ষতা বা সামর্থ্য অর্থে জানার আবশ্যিক শর্ত (কোন ঘটনার **আবশ্যিক শর্ত** হল সেই শর্ত যার অনুপস্থিতে ঘটনাটি ঘটা অসম্ভব। যেমন, A হল B-এর আবশ্যিক শর্ত। অর্থাৎ যদি A না ঘটে তবে B ঘটতে পারে না, আবার যদি B ঘটে তাহলে জানতে হবে A-ও ঘটেছে।) হল বাচনিক অর্থে জানা বা জ্ঞান, কারণ উভয় জানা'ই বাচনিক অর্থে জানা'র বা জ্ঞান'র উপর নির্ভরশীল। তাই বাচনিক জ্ঞানের গুরত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের আলোচ্য বিষয় এই বাচনিক জ্ঞান।

বাচনিক জ্ঞানের শর্ত

(Conditions of Propositional Knowledge)

Jhon Hospers বাচনিক জ্ঞানের তিনটি প্রধান শর্তের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল

১। জ্ঞেয় বা জানার বিষয় যে বচন সেই বচনটিকে সত্য হতে হবে।

২। সংশ্লিষ্ট বচনটিকে সত্য হওয়ার পাশাপাশি সেই সত্যতায় বিশ্বাস করতে হবে।

৩। সংশ্লিষ্ট বচনটির বিশ্বাসের সমর্থনে যথপোযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বা পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য থাকা আবশ্যক।

বাচনিক জ্ঞানের উপরিউক্ত শর্তগুলি আলাদা আলাদা ভাবে জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত কিন্তু একত্রে তারা জ্ঞানের আবশ্যিক শর্ত।

বস্তুবাদের মূল বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্য

(Main Features of Realism)

যে মতবাদ অনুসারে জ্ঞেয় বস্তুর বা বাহ্যবস্তুর তথা ভৌতবস্তুর বা জড়বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের জানা-না-জানার উপর নির্ভর করে না বা জ্ঞাতার চেতনার উপর নির্ভর করে না, জ্ঞেয় বস্তুর মনোনিরপেক্ষ বা জ্ঞাতা-নিরপেক্ষ স্বাধীন বা স্বতন্ত্র নিজস্ব সত্তা আছে অর্থাৎ আমরা না জানলেও তাদের অস্তিত্ব সেই মতবাদকে বস্তুবাদ বলে। যেমন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি বস্তুগুলির অস্তিত্ব কারও জানার উপর নির্ভর করে না বা কেউ না জানলেও তাদের অস্তিত্ব থাকে অর্থাৎ বস্তু কখনই জ্ঞান-নির্ভর নয়, বস্তুর নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা আছে---এটাই হল বস্তুবাদের মূল বক্তব্য। বস্তুবাদের এই মূল বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি **বৈশিষ্ট্য পাই সেগুলি নিম্নরূপ---**

১) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই বস্তুবাদীদের মতে জ্ঞাতা-মন ও জ্ঞেয়বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র সত্তা আছে।

২) জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তা **বাহ্যিক সম্পর্ক** ---এ সম্পর্ক নিতান্তই আকস্মিক সম্পর্ক, তাই বিচ্ছেদ্য অর্থাৎ বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের কোন অবিচ্ছেদ্য বা আন্তর সম্পর্ক নেই।

৩) বস্তুবাদী দার্শনিকরা বহুত্ববাদের সমর্থক অর্থাৎ বস্তুবাদে বহুত্ববাদ সমর্থিত হয়েছে। কেননা বস্তুবাদীরা মনে করেন এই জগতে বহু বস্তু আছে এবং বস্তুগুলি পরস্পর বিছিন্ন ও স্বতন্ত্র। তারা আরও মনে করেন জগৎ বৈচিত্রের মূলে হল বিভিন্ন পরস্পর বিছিন্ন ও স্বতন্ত্র বস্তু।

৪) বস্তুবাদে আরও বলা হয় যে, আমাদের জ্ঞান বস্তু-সাপেক্ষ অর্থাৎ বস্তুকে অনুসরণ করেই আমাদের বস্তুজ্ঞান হয়। বস্তুবাদীরা বলেন আগে বস্তুর অস্তিত্ব, পরে সেই বস্তুর জ্ঞান।

বিভিন্ন প্রকার বস্তুবাদী মতবাদ

(Different Types of Realism)

বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব যে আমাদের জানার উপর নির্ভরশীল নয় বা বাহ্যবস্তুর মনোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে ---এ বিষয়ে সকল বস্তুবাদী দার্শনিকরা একমত হলেও বস্তুকে কিভাবে জানা যায়? বা বস্তুজ্ঞান কিভাবে হয় ?---এ প্রশ্নোত্তরে বস্তুবাদী দার্শনিকরা সকলে একমত নন, বিভিন্ন বস্তুবাদী দার্শনিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং এই ভিন্ন ভিন্ন মত গুলির পরিপ্রেক্ষিতে চারটি বস্তুবাদী মতবাদ গড়ে উঠেছে, সেগুলি হল---

১) সরল বস্তুবাদ বা লৌকিক বস্তুবাদ (Naive Realism)

২) প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Representative Realism)

৩) নব্য বস্তুবাদ(Neo Realism) এবং

৪) নব্য সবিচার বস্তুবাদ (Critical Realism)

গ্রন্থপঞ্জী

১। *An Introduction to Philosophical Analysis* by John Hospers

২। দার্শনিক বিশ্লেষণের ভূমিকা – ড.সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৩। দার্শনিক বিশ্লেষণের রূপরেখা - সমরীকান্ত সামন্ত

Study material Created by

Sairath Mukherjee

Assistant Professor in Philosophy

GGDC, Lalgarh, Jhargram